যুগান্তর

তারিখ 20 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

# বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি

বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। সম্প্রতি 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৩' শিরোনামে প্রকাশিত ইউনিসেফের বার্ষিক রিপোর্টটি এই কথাই বলে। রিপোর্ট অনুযায়ী সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করিবার প্রচারণা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে ১২ কোটি শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। ইহাদের অধিকাংশই কন্যাশিশু। বিশ্বব্যাপী শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত ১৮ কোটি শিশু। ১৫ কোটি শিশু এখনও অপুষ্টির শিকার এবং প্রতিদিন ৬ হাজার শিশু ও তরুণ এইডস রোগে আক্রান্ত হইতেছে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশেরই শিশু চিত্র নিদারুণ হতাশাব্যঞ্জক। তৃতীয় বিশ্বের শিশু পরিস্থিতি অধিক ভয়াবহ। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে যে শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টির শিকার তাহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কোন জাতি কি যথাযথ সেবা পাইবার আশা করিতে পারে? যে শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত সে কি করিয়া একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করিবে? বাসস্থানের অভাবে বস্তির নোংরা, অপরিসর, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে শিশুটি শারীরিক ও মানসিক অপূর্ণতা লইয়া বড় হইতেছে সে এই পৃথিবীতে কেমন করিয়া টিকিয়া থাকিবে? শিশু শ্রমের বিষয়টিও যথেষ্ট উদ্বেজনক। বহু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পেটে-ভাতেও শিশুদের খাটানো হইতেছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও মানুষের বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত। শিশু শিক্ষার প্রতি সবিশেষ জোর দেওয়ার কথা থাকিলেও জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী শিশু শিক্ষা পরিস্থিতি গভীর হতাশাব্যঞ্জক। বিশেষ করিয়া অঞ্চল বিশেষে কন্যাশিশুর শিক্ষা চিত্র মোটেই সন্তোষজনক নয়। অথচ এই সকল অঞ্চলে কন্যাশিশুদের জন্য শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের অপরিহার্যতা এবং ইহার সাফল্যের ব্যাপারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরিয়া একমত। আমাদের দেশে কন্যাশিশুদের জন্য এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হইবার পর এই ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ঐ দিকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও উপবৃত্তি প্রদানের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ড্রপ আউটের সংখ্যা কমিলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনও আশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্ব এইডস পরিস্থিতি এক কথায় ভয়াবহ বলিলেও কম বলা হয়। এই ঘাতক ব্যাধির মরণ থাবা হইতে শিশুরাও রেহাই পাইতেছে না। বিশেষ করিয়া সাব সাহারান আফ্রিকান দেশগুলিতে এইডস মহামারী আকার ধারণ করিবার পর এই কালান্তক ব্যাধিতে শিশু মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। নিরপরাধ শিশুরা এখানে তাহাদের পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন আর অপরাধের নির্মম শিকার। পরিস্থিতি ভয়াবহ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজিতে হইবে। সেই পথও এখন পর্যন্ত খোলা রহিয়াছে। কেবল উন্নত দেশগুলিতেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও শিশুদের হইতে হইবে সর্বোচ্চ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। ইউনিসেফের রিপোর্টের বক্তব্যের সহিত আমরাও একমত যে, সমাজের সম্ভাব্য সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুরা সক্রিয়, সহিষ্ণু ও গণতন্ত্রমনা নাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে তাহাদের অর্থবহ ও মানসম্মত অংশগ্রহণের বিষয়টিও অতি জরুরি। ইহা সম্ভবপর হইলেই একজন মানুষ তার দেশ, জাতি তথা এই পৃথিবীকে যথাযথ সেবা প্রদান করিতে পারে। তাহার শারীরিক ও মানসিক বিকাশও ঘটে একটি সফল ইতিবাচক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে কেবল উন্নত বিশ্বের বিত্তবান শিশুদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়, ইহা প্রযোজ্য হইতে হইবে বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রেই।